শান্তিদাদু সমগ্র ২

শান্তিদাদু সমগ্র ২

নিখাদ বাঙালি

বইবন্ধু

Shantidadu Samagra 2

by Nikhad Bangali

Published by Boibondhu Publications Private Limited
26/2 Surya Sen Street, Kolkata 700009

© Sampad Barik

ISBN : 978-81-968582-1-6

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ : সুমন্ত গুহ
অলংকরণ : লেখক
বর্ণশুদ্ধি : সংকল্প সেনগুপ্ত

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স,
৩৮ এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : ₹ ৭২৫/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

উৎসর্গ

শান্তিদাদুকে

সূচিপত্র

চুম্বক	৯
গাছ	১৫৫
দৃষ্টি	১৬৫
হাসি	১৭৬
খেলা	১৮৭
কাল	১৯৭
ভিডিয়ো গেম	২১৪
বন্দি	২২৪
ডাইনি	২৩৭
ওঁ শান্তি	৩৬০

চুম্বক

(১)

"তারপরে বুঝলি, সেই দরজাটার সামনে আমি দাঁড়ালাম..." সন্তুদা এক খাবলা মুড়ি মুখে পুরে বলল, "দরজাটা কিন্তু লোহার বা কাঠের নয়, পুরো দরজাটাই মানুষের কাটা হাত, পা, আর মাথা জুড়ে জুড়ে বানানো। বাবা রে, ওই কাটা মুণ্ডগুলোর মরা চোখগুলো কীরকম আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাবতেই এই... এই দেখ, গায়ে এখনও কাঁটা দিচ্ছে..."

সন্তুদা আমার নিজের কেউ হয় না। পাড়াতুতো দাদা হয়। আমার থেকে এক বছরের বড়ো। কলেজ থেকে ফেরার পথে পাড়ার গলির মুখে দেখা, তারপর আড্ডা। সেই আড্ডার মাঝেই সন্তুদা এই গল্পটা শোনাচ্ছিল। ও নাকি তার আগের রাতে ওই উদ্ভট স্বপ্ন দেখে খুব ভয় পেয়েছে। আমাকে শোনাচ্ছিল, কীভাবে স্বপ্নের মধ্যে অন্ধকারে ধোঁয়া-ধোঁয়া একটা জায়গার মধ্যে দিয়ে ও হেঁটে যাচ্ছিল, আর ওর চারদিকে নাকি ভূতেরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপর ওর সামনে একটা বিশাল দরজা আসে। সেই দরজার বিবরণই দিচ্ছিল সন্তুদা। বাদাম-মাখানো মুড়ি চিবোতে চিবোতে। আমিও শুনছিলাম। সন্তুদার যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলার ক্ষমতা কতটা, সেটা আমরা পাড়ার ছেলেরা যথেষ্ট জানি। হয়তো সামান্য কিছু দেখেছে, স্বপ্নে সেটাই মশলা মাখিয়ে বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বলছে। শুনতে মন্দ লাগছে না। আমি খালি ভাবি, আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে শান্তিদাদুর পাল্লায় পড়ে, সেসব যদি ওকে শোনাতে শুরু করি তাহলে ও বোধহয় রাতে আলো জ্বালিয়ে ঘুমোবে।

শান্তিদাদু...

অদ্ভুত লোক। বেঁচে থাকতে পাগলামি করত আর মারা যাওয়ার পরে আমাকে সূক্ষ্ম দেহে যা সব দেখিয়েছে, তারপরে লোকটাকে আর অবজ্ঞা করতে পারি না। পুরোটাই আমার কল্পনা বলে ভাবতে পারতাম, কিন্তু সেইবার পুষ্পিতার আত্মীয়ের বাড়িতে ছয়জনের মার্ডার কেসের সঙ্গে আমার যোগসূত্র প্রমাণ করেও যেভাবে শান্তিদাদু আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই সমস্ত কিছু কল্পনা হতে পারে না। শান্তিদাদু না থাকলে নিজের হাতেই নিজেকে মরতে হত আমায়। সেটা ভাবলেই শিউরে

উঠি। সেই ঘটনার পরে প্রায় এক বছর কেটে গেছে। শান্তিদাদু এর মধ্যে মাত্র দু-তিনবার কথা বলেছে। পয়সাগুলো সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। দশটাই। কোথায় কোনটা গেল, আমাকে জানাননি। বা বলা ভালো, দাদু আমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। ঠিক যে সময়ে যতটুকু আমার জানা উচিত, সেটুকুই দাদু জানায়। সময়ের আগে বা দরকারের বেশি কোনোদিন কিছু বলে না। নইলে তো প্রথমেই বলে দিত, পরিক্ষিৎ আসলে কে ছিল।

"তারপর সেই দরজাটার কাটা মুণ্ডগুলো আমায় বলছে, 'খোলো খোলো'..." সন্তুদা কিন্তু এদিকে নিজের গল্প বলেই যাচ্ছে, "আর কাটা হাতগুলো আমায় ইনিয়েবিনিয়ে ডাকছে, বুঝলি। আমি এগিয়ে যেতেই, চোখের উপর অন্ধকার গড়িয়ে এল..."

আচমকা, সন্তুদার কথার মাঝেই, আমার মাথার ভিতরে শান্তিদাদুর কণ্ঠ যেন জোরে আদেশ করে উঠল, "তোকে এক্ষুনি দরকার আমার...।" সন্তুদা তখনও নিজের কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু আমার কানে কিছু ঢুকছে না।

শুধু শান্তিদাদুর কণ্ঠ বারবার আমায় ডেকে যাচ্ছে, "তোকে আমার এক্ষুনি দরকার..."

"এই সন্তুদা, একদম ভুলে গিয়েছি, একটা কাজ আছে গো..." বলেই আমি সন্তুদাকে কাটিয়ে ওখান থেকে চলে এলাম।

হনহন করে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "এক্ষুনি? আমার যে ক্লাস আছে সন্ধেবেলা..."

"তোর সময় আবার কবে নষ্ট করেছি আমি?" শান্তিদাদুর কণ্ঠ যেন গর্জে ওঠে আমার মাথার ভিতরের শিরা-উপশিরায়—"যখন নিয়ে যাই, তার এক মিনিটের মধ্যে তোকে ফিরিয়ে আনি। ফিরে এসেও ক্লাস করতে পারবি। নে নে, চল এখন..."

শান্তিদাদুর কথায় যুক্তি আছে। সত্যিই তো, দাদু কোনোদিন আমার সময় বা পড়াশোনার ক্ষতি করেননি। যতবার গিয়েছি, নিজের অজান্তেই গিয়েছি আর যদিও মনে হয়েছে, বহু ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছি, তাও প্রতিবার ফিরে এসে দেখেছি, আসলে পাঁচ মিনিট সময়ও অতিক্রান্ত হয়নি। তাই ঘরে ফিরেই হাত-পা ধুয়ে নিজের ঘরে ঢুকে ছিটকিনি লাগালাম। মোবাইলটা টেবিলের উপর রেখে তারপর কম্পিউটারের চেয়ারের উপর বসে মনে মনে বললাম, "আমি তৈরি, কিন্তু আমাকেই দরকার?"

"হ্যাঁ তোকেই দরকার..." শান্তিদাদুর কণ্ঠে উত্তর আসে—"চোখ বন্ধ করে বোস, ভয় পাস না..."

এই অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। আগেও দু-তিনবার এরকমভাবে

রহস্যময় লোকে গিয়েছি আমি। মৃত্যুলোক না আত্মালোক, কোথায় যে যাই, জানি না, কিন্তু এই চেনা পৃথিবীর অনুভূতির বাইরের জগৎ সেটা। তাই সোজা হয়ে বসে নিশ্চিন্তে চোখ বুজে বসলাম। শান্তিদাদু সঙ্গে আছে, ভয় কীসের?

আশপাশের আওয়াজ কমে এল। আমার ঘরের টিউবলাইটটা কয়েকদিন ধরে গঁ গঁ করে আওয়াজ করছে, সেই আওয়াজটাও ফিকে হয়ে এল। তারপর যেন এক অনন্ত অন্ধকার আমায় আচ্ছন্ন করতে শুরু করল। শরীর হালকা হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে চেয়ারের স্পর্শও আর অনুভব করলাম না। যেন হাওয়ায় ভেসে আছি... মহাশূন্যে, নিকষ অন্ধকারে। তারপর আমার ভেসে-থাকা শরীরে যেন গতি এল। আমি চোখ খুললাম। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গভীর অন্ধকারে আমি যেন আলোর গতিতে ভেসে যাচ্ছি। আলোর গতিতে গেলে কতটা দ্রুত হয়, আমি জানি না, কিন্তু যে গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশগঙ্গাগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম, সেগুলো হঠাৎ আলোর লম্বা লম্বা শিখা হয়ে বিপরীত দিকে ছুটে চলে। আমি ভেসে যাচ্ছি। কীসের টানে, আমি জানি না। ক্রমে আমার গতি কমে আসে। বহু বহু দূরে গ্রহ, তারা আর গ্যালাক্সির আলো দেখা যাচ্ছে। আমি যেদিকটায় আছি, সেদিকটায় নিকষ অন্ধকার। গ্রহনক্ষত্ররা যেন আজ আমার দিকটা বয়কট করেছে। আমি যেন ব্রহ্মাণ্ডের শেষ প্রান্তে এক নির্জন অঞ্চলে মৃদু ভেসে চলেছি।

এখানে আলো নেই, শব্দ নেই, গন্ধ নেই, কোনো অনুভূতিই নেই। অন্ধকার শ্মশানের শূন্যতাসম নিস্তব্ধতা।

"দাদু..." আমি ডাকি।

"হুমম্..." দাদুর কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে।

"এ কোন জায়গা, দাদু?" আমি জিজ্ঞেস করি, "কীরকম ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে, ভয় করছে..."

"আলোর জগতে ঘুরেছিস এতদিন..." দাদুর কণ্ঠে অদ্ভুত শীতলতা—"আজ অন্ধকার দিকটা দেখে ভয় পাচ্ছিস? এটাও তো সৃষ্টির অংশ..."

আমি আর কোনো কথা বলি না। শান্তিদাদুকে দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই, কিন্তু দাদু সঙ্গে আছে, এটাই ভরসা।

কতক্ষণ কেটে গেল, বুঝতে পারি না, কিন্তু ক্রমে আমরা একটা আলোর উৎসের দিকে এগোলাম। আলোটা ফিকে, উজ্জ্বলতার অভাব। যেন তেল-শেষ-হওয়া প্রদীপ। ছাইচাপা আগুনের মতন ধিকিধিকি জ্বলছে।

"এই এলাকায় এটাই একমাত্র নক্ষত্র..." শান্তিদাদুর স্বর বলে, "ডায়িং স্টার। আর আমাদের গন্তব্য হল ওই যে ওই গ্রহটা..."

অন্ধকারের মধ্যে ফিকে আলোতে একটা গ্রহকে দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত ওই মৃতপ্রায় তারার চারদিকে ঘোরে ওটা। এখন স্থির হয়ে আছে। আমি সাঁইসাঁই করে

ওই গ্রহের দিকে যেতে শুরু করলাম। এরকম অবস্থায় কিছুই বোধ হয় না, তাই তীব্র গতিতে অন্ধকার গ্রহের মধ্যে অবতরণ করতেই খেয়াল করলাম এ এক মৃত্যুপুরী। কোথাও কিচ্ছু নেই, শুধু অন্ধকার বিস্তীর্ণ এলাকা আর উঁচু উঁচু কালো পাহাড়ের মতো ঢিপি। আকাশে তারা নেই, দূরে যেন আকাশ আর মাটি এক হয়ে গেছে। ওই মরা তারার ফিকে আলোয় আকাশ হালকা ফ্যাকাশে। কোনো শব্দ নেই, আলো নেই। একা আমি। কী অদ্ভুত আর অসহনীয় নির্জনতা। ভাগ্যিস দাদু আছে সঙ্গে।

"এ কোথায় এলাম, দাদু?" আমি জিজ্ঞেস করি।

শান্তিদাদুর থেকে কোনো উত্তর আসে না।

অদ্ভুত... দাদু তো এরকম করে না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "শান্তিদাদু... এটা কোথায় এনেছ? এখানে..."

আমার কথা শেষ হয় না, তার আগেই যেন মাটি কেঁপে ওঠে। আমি চমকে উঠি, সঙ্গে মনের মধ্যে ভয় জেগে ওঠে।

এটা কীরকম হল? এই অবস্থায় তো কোনোরকম অনুভূতি হওয়ার কথা না। অবশ্য সেবারে বন্দি অবস্থায় ব্যথা পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন তো আমার আত্মাকে বন্দি করা হয়েছিল। এবারে কেন?

"কারণ এবারে তোকে ধরে আনা হয়েছে..." শান্তিদাদুর কণ্ঠ যেন আকাশে গমগম করে উঠল, আর তাতে যেন বিদ্রুপের সুর—"আর তুইও স্ব-ইচ্ছায় এসেছিস..."

আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। এরকম সূক্ষ্ম দেহ অবস্থায় আমি তো ভয় পাই না, দাদু আমাকে মন্ত্র দিয়ে বেঁধে রাখে। তাহলে যে কথা বলছে, সেটা কি দাদু নয়?

সঙ্গে সঙ্গে মাটি আরও জোরে কেঁপে উঠল। সাংঘাতিক ভূমিকম্প, আমি টাল সামলাতে পারছি না। সামনের ওই অতিকায় কালো পাহাড়গুলো পর্যন্ত নড়ছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "শান্তিদাদু, কোথায় আছ? বাঁচাওওওও..."

কীরকম একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শান্তিদাদু যেখানেই থাকুক, আমাকে ঠিক বাঁচাতে আসবে। কিন্তু শান্তিদাদুর কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে পুরো আকাশ-বাতাস ঘড়ঘড় করে কাঁপছে। অন্ধকারে আমার দৃষ্টি এবার স্পষ্ট হচ্ছে। কোথা থেকে আলো আসছে, বুঝতে পারছি না, কিন্তু তারপরেই চোখের সামনে যা হতে দেখলাম, সেটা বাস্তব জগতে বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। সামনের বাঁদিকের পাহাড়টা হঠাৎ মাটি ছেড়ে উঠে গেল আকাশে। ডানদিক থেকে একটা বিশাল কয়েক মাইল লম্বা আর তেমনি মোটা বেড়ের হাতল ওটাকে আকাশে তুলে ফেলেছে। যেখানে হাতল শেষ হয়েছে, সেখানেই অন্ধকার জমি থেকে একই

রকমের আরেকটা হাতল বাঁদিক থেকে উঠে ডানদিকের পাহাড়টাও সেরকমভাবেই উঠে গেল। কয়েক মাইল বেড়ের হাতল দুটো দূরে মাটির মধ্যে ঢুকে গেছে। তারপরে আমার সামনে বিশাল উপত্যকার শেষে দূরে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছিল, সেটা হুড়মুড় করে আমার দিকে তেড়ে এল। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম।

কিন্তু আমার থেকে অনেকটা দূরে সেই পাহাড়ের গতি স্তব্ধ হল।

কিছুক্ষণের জন্য।

পুরো বিস্তীর্ণ এলাকাটা পাহাড় সমেত এক প্রকাণ্ড দেওয়াল হয়ে আমার সামনে খাড়া হয়ে গেল আর, তার দু-দিকে বিশাল বিশাল হাতলে ওই দুটো পাহাড়। আমি ভয়ে কাঁপছি... এ কোথায় এলাম? এসব কী হচ্ছে?

আর তক্ষুনি অদ্ভুতভাবে সেই পূর্বশ্রুত গগনভেদী শান্তিদাদুর কণ্ঠ শোনা গেল—"চোখ খোল..."

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই জায়গাটা নিজের থেকেই চড়চড় করে উঠে একটু উঁচুতে আমাকে নিয়ে চলল। তারপর এক জায়গায় স্থির হল। আমার সামনে সেই দেওয়াল অনেক নীচ থেকে উপরে উঠে গেছে। উপরের দিকে তাকালাম। সেই ঘোর অন্ধকারে দেওয়ালের উপর বিশাল দুটো গহ্বর পাশাপাশি ফুটে উঠল। ওই দুটো কী? খুব মনোযোগ দিয়ে যেই আমি বুঝতে পারলাম ওগুলো কী, আর অমনি এই আত্মা অবস্থাতেও আমার শিরদাঁড়ায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওই দুটো হল চোখ। অতিকায় দুটো চোখ। সাদা বা লাল চোখ না, পুরোটাই কালো, কিন্তু ওই দুটো যে চোখ, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এইবার আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। ওটা কোনো দেওয়াল নয়, একটা পর্বতপ্রমাণ কালো উলঙ্গ শরীর, যার উপরে মাথায় ওই দুটো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর দেওয়াল শরীরের দু-দিকে দুটো বিশাল হাতল আসলে হাত আর পাহাড়গুলো হাতের মুঠো।

"তোকেই আমার দরকার..." গমগম করে ওঠে দাদুর কণ্ঠ—"আমি তোর শান্তিদাদু নই। কিন্তু যে অপরাধ তোরা করেছিস, তার জন্য তোদের শাস্তি পেতেই হবে..."

দেওয়াল শরীরের উপর বিশাল মাথা মুখ না খুলেই আমাকে বলে, "তুই, তোর শান্তিদাদু আর পরিক্ষিৎ অপরাধ করেছিস..."

"কী অপরাধ?" আমার মনে প্রশ্ন উদয় হয়।

"সময় নিয়ে খেলেছিস..." প্রকাণ্ড জীব বলে, "নিজেদের পূর্বজন্ম অযাচিতভাবে দেখা, এবং তার মধ্যে নিজেরা ঢুকে কাজ করে বিধাতার বিধানে বাধা দিয়ে তোদের ইচ্ছেমতো সময়কালের প্রবাহ সাজিয়েছিস তোরা... সেই অপরাধ..."

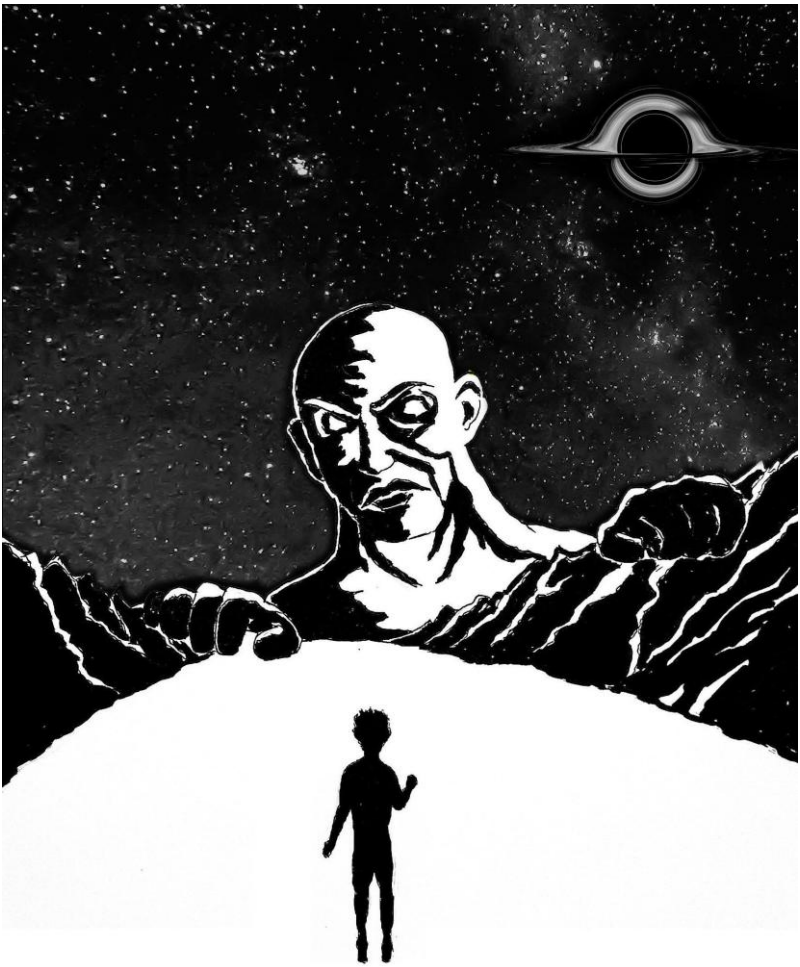

"আমি তো ইচ্ছে করে করিনি..." আমি ভাবি।

"তোকে দিয়ে করিয়েছে..." উত্তর আসে—"আর তুই না করিসনি। অন্যায় যে করে আর তাতে যে সঙ্গ দেয়, দুজনেই সমান দোষী..."

"আমাকে ছেড়ে দাও..." আমি বলি। আর কী বলব, মাথায় আসে না।

"যে অপরাধ করেছিস, তার শাস্তি পেতেই হবে..." উত্তর আসে—"এই দেখ, পরিক্ষিৎকে কেমন আটকে রেখেছি..."

বাঁদিকের পাহাড়ের মতো অতিকায় হাতের মুঠো খুলে যায়। তার ভিতরে দেখতে পাই পরিক্ষিৎকে। সেই একই রংচঙে জামা পরে আছে, কিন্তু ব্যথায় লুটিয়ে আছে। তার হাত-পা সব পাথুরে শিকল দিয়ে বাঁধা। কীরকম যেন কালো

হয়ে গেছে ওর শরীরটা।

"ওটা ওর সূক্ষ্ম শরীর। ওর অপরাধের জন্য ওর আত্মা থেকে জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছি আমি। ও আর কোনোদিন জন্মাতে পারবে না, আমার মধ্যেই আটকে থাকবে..." গমগমে শান্তিদাদুর কণ্ঠ বলে ওঠে, "আর এই দেখ..."

বলে সেই বিশাল মাথার মুখ হাঁ করে। সেখানে গভীর অন্ধকার গহ্বরের ভিতরে শান্তিদাদু কুঁকড়ে শুয়ে আছে। এখনও তার আত্মা অন্ধকারে তীব্র আলোর মতো জ্বলছে, কিন্তু দাদুরও হাত-পা পাথরের মধ্যে গাঁথা। খুব কষ্টে চোখ খুলল দাদু। আমাকে বোধহয় দেখতে পেল। শুধু দুটো কথা বলল, "আমাকে ক্ষমা করিস। আর... আর... দরকারে 'ওঁ শান্তি' বলিস...।"

মুখের হাঁ বন্ধ হল।

গমগমে স্বর বলে উঠল, "আমার নিজের কোনো স্বর নেই। তোর শান্তিদাদুর স্বরই আমার স্বর এখন..."

"তুমি কে?" আমি ঝাঁজিয়ে উঠি। আমার এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এখান থেকে বাঁচার রাস্তা খুঁজতে হবে।

"আমি?" জলদগম্ভীর কণ্ঠ বলে ওঠে, "আমি কেউ না। ওটাই আমার পরিচয়। তোদের ধর্মে আমাকে 'কাল' বলে। আমিই কালভৈরবের কুকুর রূপে থাকি, আমিই দুর্গার গলায় মালা, ব্রহ্মার জপমালা, বিষ্ণুর সমুদ্র, আমিই জিশু, মহম্মদ, বুদ্ধর সঙ্গে থাকি। তোরা মানুষেরা খামোখা ধর্ম নিয়ে মারামারি করিস, সবই এক। আমিই তোদের ফিজ়িক্সে টাইম অ্যান্ড স্পেস আর গ্র্যাভিটি। তোদের শাস্তি দিতেই আমি এই গ্রহের রূপ নিয়েছি, আর শান্তির স্বরে তোকে ডেকে এনেছি। আমার স্বরূপ দেখবি? দেখ তবে..."

ঝটিতি আমি যেন ওই দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে গেলাম, আর একটা অতল গর্তে পড়ে গেলাম। চারদিকে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। কান পাতা দায়। ওই তো ওখানে একজন তান্ত্রিক, একটা মৃতদেহের উপরে বসে সাধনা করছে। একটা? এ যে শয়ে শয়ে তান্ত্রিক চারদিকে। তারা কেউ সাধনা করছে, কেউ যজ্ঞ করছে, কেউ হা হা হা করে হাসছে, কেউ বলি দিচ্ছে, কেউ আকণ্ঠ জলে ডুবে আছে, কেউ খাল থেকে পচা মড়া তুলছে। আর তাদের চারদিকে যেন নেচে বেড়াচ্ছে অজস্র আত্মা, ভূত, চেটিকা, পিশাচ আর ভয়ংকরদর্শনা ডাকিনী-যোগিনী। সেই ভিড় যেন ছড়িয়ে পড়েছে। দিকে-দিগন্তে সর্বদিকে। আরও অন্য মানুষের ভিড় তাদের মাঝে বন্যার জলের মতো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। সেখানে পাদরিরা আছে। হিংস্র আত্মাদের উপরে জল ছেটাচ্ছে, কিংবা নিজেরাই অন্যদের মারছে, শিশুদের অকথ্যভাবে নিগ্রহ করছে। ওরা হয়তো মানুষ দেখছে কিন্তু এখানে আমি আত্মাগুলোর হিংস্র রূপ দেখছি। কোথাও বা পিরবাবা ঝাড়ফুঁক করছে। কোথাও

ঝড় উঠেছে, কোথাও বিকট দেখতে দানবের মতো কালো কালো কারা ছুটে যাচ্ছে। কেউ তরোয়াল নিয়ে ছুটছে, কেউ কামান, বন্দুক। চারদিকে হাহাকার, বিস্ফোরণ, পৈশাচিক উল্লাসের হাসি, কান্না, চিৎকার। আমি ফের আরও নীচে পড়তে পড়তে দেখি, ধ্বংসলীলার মাঝে এসে পড়েছি। চারদিকে রক্তমাংসের ফোয়ারা, কোটি কোটি মানুষের পচিত, গলিত, ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃতদেহ? না, তারা হাসছে, কাঁদছে, আমাকে ধরতে চাইছে। লাখে লাখে কাটা হাত-পা ঢিপি ঢিপি হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের মাঝে মন্থর গতিতে লাল রক্তের ধারা নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে। এ যেন এক অনন্ত যুদ্ধক্ষেত্র। আমি আর সেই দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখতে পারি না। চিৎকার করে উঠি।

"শুরুতেই ভয় পেলি? চোখ খোল..." আদেশ আসে। আমি ভয়ে ভয়ে চোখ খুলি। আবার আমি সেই অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে আছি। সেই পর্বতসমান দেওয়ালরূপী কালের সামনে। আমি কেঁদে ফেলি। এরকম অসহায় কোনোদিন বোধ করিনি আমি।

"কাঁদিস না..." শান্তিদাদুর স্বরে সেই কণ্ঠ বলে ওঠে, এবারে সুর কিছুটা হলেও নরম—"তোকে এত কিছু বলার উদ্দেশ্য অন্য। তুই কিন্তু শান্তি বা পরিক্ষিতের মতো ইচ্ছে করে কিছু করিসনি। তাই তোকে একটা সুযোগ দেব... মাত্র একটাই।"

এই নরক থেকে বেরোনোর জন্য যে-কোনো সুযোগের জন্য আমি তৈরি। "কী সুযোগ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তুই আমাকে নিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলিস..." কাল বলে, "এবারে তোকেও একটা খেলা খেলতে হবে। যদি জিতিস তাহলে তোদের সবাইকে ছেড়ে দেব। যদি হারিস তাহলে শান্তি আর পরিক্ষিতের আত্মা তো শেষ হবেই, সঙ্গে একেও তুই হারাবি..."

ডানদিকের পাহাড়ের মুঠি খুলে যায়। সেখানে অন্য একটা আত্মা ঘুরছে। নিজের মতো চলছে-ফিরছে। কে ওটা? একটু ভালো করে দেখেই আমি শিউরে উঠি।

পুষ্পিতা...

"ওর আত্মাকে আমি বন্দি করিনি, কিন্তু তুই যদি আমার শর্তে রাজি না হোস, বা চালাকি করিস, তাহলে এই মেয়েটিকেও আমি শেষ করে দেব..." শান্তিদাদুর কণ্ঠস্বরে কাল বলে ওঠে।

"কী খেলা?" আমি মরিয়া হয়ে বলি।

"তোর সময়কালের অনেক পরে, ভবিষ্যতে একটা অন্য ঘটনাচক্রের ফলে বিভিন্ন বিচিত্র লোকের সঙ্গে এই লোকের সংস্পর্শ ঘটে। লোক অর্থাৎ তোরা যাকে